আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: রিযিক নিয়ে এত চমৎকার লেখা পড়ার পর চোখের পানি আটকাতে পারলাম না।

বাসার পিছনের বাগানে ভেজা কাপড় রোদে দিয়ে ঘরে ফিরে আসার সময় লক্ষ্য করলাম একটা আধা খাওয়া আপেল মেঝেতে পড়ে আছে। আপেলের উপর অসংখ্য পিঁপড়া। আপেলটা বড় ছেলেটাকে দিয়েছিলাম খেতে দুইদিন আগে। সেদিন আপেলটা মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে তুলে ময়লার ঝুড়িতে ফেলবো ভেবেও পরে ভুলে গেলাম। ভাবছিলাম সেদিন আপেলটা ফেলে দেওয়ার কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লাই নিশ্চিত ভাবে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন কারণ এই আপেলের বাকি অংশ ছিলো পিঁপড়াদের রিযিক।

গ্রামের বাড়িতে দেখেছি অনেক সময় এক প্লেট ভাত খেতে যাবো এমন সময় হাত থেকে উল্টে পড়ে খাবারগুলো মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এরমধ্যে হুট করে কোথা থেকে একটা বিড়াল এসে খাবারগুলো খাওয়া শুরু করে দেয়। আমরা আফসোস করতে থাকি কিংবা রাগে ফেটে পড়ি নিজের কেয়ারলেসনেসের কারণে। অথচ এভাবে কখনও ভাবিনা এই খাবার আমার নয় বরং বিড়ালটার রিযিকে ছিলো।

এমনিভাবে শারীরিক রিযিক টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা তাঁর সৃষ্টির সকলের মধ্যে যাকে চান তার নিকট পৌঁছে দেন সীমিত আকারে অথবা বেশুমার ভাবে।

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"এমন অনেক জন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহই রিযিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সুরা আনকাবুত ৬০)

আমরা এই মুহূর্তে অনেকেই আর্থিক রিযিক নিয়ে পেরেশানির মধ্যে যাচ্ছি। মহামারীর এ ক্রান্তিকালে অনেকেরই উপার্জনের রাস্তা প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়। একটা সত্য ঘটনা শুনলাম দুদিন আগে একটা লেকচারে। চোখের পানি আটকানো কঠিন হয়ে পড়ছিলো।

শায়েখ হাতিম আল আসাম (রাহি.) একবার হজ্জে যাবার ইচ্ছা পোষণ করে স্ত্রী ও সন্তানদের সামনে খোলাসা করলেন। স্ত্রী তাতে নিরুৎসাহিত করে বললেন, আপনি এখন হজ্জে গেলে আমাদের কি হবে? আমরা চলবো কি করে? আপনি বরং এখন আপাতত এ চিন্তা বাদ দেন। যখন বাড়তি কিছু টাকা হবে তখন যাবেন। তাদের দুজনের কথোপকথনের মাঝে উপস্থিত ছিলেন তাদেরেই দশ বছর বয়সী বড় কন্যা। মেয়েটি সব শুনে তার বাবার উদ্দেশ্যে বললো, আব্বাজান আপনি নিশ্চিন্তে হজ্জে চলে যান। আল্লাহ আর-রাজ্জাক তো আছেন। তিনি অবশ্যই আমাদের দেখবেন। মেয়ের কথা শুনে শায়খ হাতিম আল আসাম যেন মনে সাহস পেলো এবং দিন ক্ষণ বুঝে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা করলেন।

তার সপ্তাহ দুয়েক পরের কথা। ততদিনে শায়খের রেখে যাওয়া পয়সা শেষ হয়ে যাওয়ার ঘরে খাদ্যের সংকট দেখা দিলো। শায়খের স্ত্রী ও তার অন্যান্য ছোট সন্তানেরা বড় মেয়েটাকে তাচ্ছিল্য করে বলছিলো, এখন আমাদের কি হবে? খুব তো আব্বাজান কে যেতে দিলে আর আল্লাহ দেখবেন বললে। এখন তো ঘরে কোন খাবারও নেই আর খাবার কেনার জন্য পয়সাও নেই।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

মেয়েটি তাদের কথার জবাব না দিয়ে ভেতরের কক্ষে গিয়ে দু'হাত মুনাযাতে উঠিয়ে বলতে লাগলো –

'আল্লাহ! আপনার ওয়াদা তো সত্য। আপনি তো বলেছেন,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন।" (সুরা আত-তালাক ২-৩)

আল্লাহ আমি তো আপনার উপর পরিপূর্ণ ভরসা করলাম।

এরই মধ্যে দরজায় করাঘাত হলো। মেয়েটা দরজা খুলে দেখলো, সুন্দর পোশাক পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে। লোকটি বললেন, আমাদের গভর্নর সাহেব যাচ্ছিলেন এ রাস্তা দিয়ে। উনি খুব পিপাসার্ত। একটু পানি হবে উনার জন্য? মেয়েটি খুব সুন্দর একটা পেয়ালায় পানির ব্যবস্থা করলেন। গভর্নর পানি পান করে অত্যন্ত তৃপ্ত হলেন এবং অধস্তন লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে! এ পানি কোন বাড়ি থেকে এনেছো, এত সুস্বাদু পানি আমার জীবনে কমই পান করেছি।

অধস্তন লোকটি বললেন, হুজুর, এ শায়খ হাতিম আল আসামের বাড়ি। গভর্নর বললেন, চলো তাকে গিয়ে সালাম বলে আসি। লোকটি বললেন, হুজুর তিনি তো বাড়ি নেই, হজ্জে গিয়েছেন। গভর্নর বললেন, তবে তো তার পরিবারের সকল প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব এখন আমাদের। এ বলে তিনি তার জামার পকেট থেকে এক থলে স্বর্ণ মুদ্রা মেয়েটির বাড়ির দরজার সামনে রেখে দিলেন এবং সাথে থাকা উনার সকল অধস্তন লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা যারা আমাকে পছন্দ করো তারাও আমার মত অনুরুপ এ পরিবারটিকে কিছু দাও। এ কথা শোনার সাথে সাথে সেখানে উপস্থিত সকল ব্যক্তি তাদের পকেটে রাখা সব স্বর্ণমুদ্রা গুলো দরজার সামনে জমা করে প্রস্থান করলেন।

মেয়েটির মা এবং অন্যান্য বোনেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লো কিন্তু কাঁদছে শুধু মেয়েটা। তা দেখে মেয়েটার মা বললেন, তুমি কাঁদছো কেন? যখন আমাদের কিছু ছিলোনা তখন কাঁদোনি আর এখন এত সম্পদ পেয়ে কাঁদছো? মেয়েটি জবাবে বললো, একটা ব্যপার ভেবে কাঁদছি। দুনিয়ার এক মামুলি গভর্নর শুধু পানি পান করে খুশি হয়ে এতকিছু দিয়ে দিলো আর উভয় জাহানের বাদশা রাব্বুল আরশিল আযীম যখন বান্দার উপর খুশি হয়ে যান তখন তিনি তাঁর বান্দার প্রতি না জানি কিরুপ আচরণ করেন!!

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ إِلَّا مَتَـٰعٌ

"আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রুযী প্রশস্ত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্থিবজীবন পরকালের তুলনায় অতি সামান্য সম্পদ বৈ আর কিছু নয়।" (সুরা আর-রাদ ২৬)

■রিজকের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছেঃ টাকা, পয়সা, অর্থ এবং সম্পদ।

■রিজক এর সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছেঃ শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা।

■রিজকের সর্বোত্তম স্তর হচ্ছেঃ পুণ্যবান স্ত্রী এবং পরিশুদ্ধ নেক সন্তান এবং

■রিজকের পরিপূর্ণ স্তর হচ্ছেঃ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি।

■■ রিজক খুব গভীর একটি বিষয়, যদি আমরা তা বুঝতে পারি।

■■ আমি পুরো জীবনে কত টাকা আয় করবো সেটা লিখিত, কে আমার জীবনসঙ্গী হবে সেটা লিখিত, কবে কোথায় মারা যাবো সেটাও লিখিত এবং কতটা খাবার ও পানীয় গ্রহণ করবো তাও লিখিত বা নির্দিষ্ট।

■■ আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আমি কতগুলো দানা বা ভাত দুনিয়াতে খেয়ে তারপর মারা যাবো সেটা লিখিত। একটি দানাও কম হবেনা এবং একটি বেশিও না।

■■ ধরুন এটা লিখিত যে আমি সারাজীবনে এক কোটি টাকা আয় করবো, এই সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তা'আলা নিয়েছেন।

■■ কিন্তু, আমি হালাল উপায়ে আয় করবো না হারাম উপায়ে আয় করবো, সেই সিদ্ধান্ত একান্তই আমার।

■■ যদি ধৈর্য ধারণ করি, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চাই, তাহলে হালাল উপায়ে ওই এক কোটি টাকা আয় করেই আমি মারা যাবো। আর হারাম উপায়ে হলেও ওই এক কোটিই নাথিং মোর, নাথিং লেস!

■■ আমি যেই ফলটি আজকে টেকনাফ বসে খাচ্ছি, সেটা হয়ত ইতালি কিংবা থাইল্যান্ড থেকে ইমপোর্ট করা। ওই গাছে যখন মুকুল ধরেছে তখনই নির্ধারিত হয়েছে যে, সেটি আমার কাছে পৌঁছাবে। এর মধ্যে কত পাখি ওই ফলের উপর বসেছে, কত মানুষ এই ফলটি পাড়তে গেছে, দোকানে অনেকে এই ফলটি নেড়েচেড়ে রেখে গেছে, পছন্দ হয় নি বা কিনেনি। এই সব ঘটনার কারণ একটাই, ফলটি আমার তাক্বদীরে লিখিত। যতক্ষণ না আমি কিনতে যাচ্ছি, ততক্ষণ সেটা ওখানেই থাকবে। এর মধ্যে আমি মারা যেতে পারতাম, অন্য কোথাও চলে যেতে পারতাম, কিন্তু না! রিজকে যেহেতু লিখিত আমি এই ফলটি না খেয়ে মারা যাবো না।

■■ রিজক জিনিসটা এতোটাই শক্তিশালী!

■■ কিংবা যেই আত্মীয় কিংবা বন্ধু-বান্ধব আমার বাসায় আসছে, সে আসলে আমার খাবার খাচ্ছে না। এটা তারই রিজক, শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'ইলা আমার মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। হতে পারে এর মধ্যে আমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ!

■■ কেউ কারোটা খাচ্ছে না, যে যার রিজকের ভাগই খাচ্ছেন।

■■ আমরা হালাল না হারাম উপায়ে খাচ্ছি, সেটা নির্ভর করছ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার উপর কতটুকু তাওয়াক্কুলের উপর আছি, কতটুকু ভরসা করে আছি। তার উপর।কেননা,
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها

"দুনিয়ায় বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিজকের দায়ীত আমি) আল্লাহর উপর নেই।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/